শৌলের রাজাভিষেক

(Coronation of Saul)

১ম শমূয়েল ১১ অধ্যায় ১-১৫ পদ

একান্ত ব্যক্তিগতভাবে এবং গোপনে শমূয়েল শৌলকে ইজ্রায়েলের উপর রাজা হবার জন্য অভিষিক্ত করেছে (১০:১), এবং ইজরায়েলের সমস্ত সাধারণ মানুষের উপস্থিতিতে ঈশ্বরের সার্বভৌমত্বের দ্বারা সেই পদে শৌল নির্বাচিত হয়েছে (১০:২৪)। কিন্তু ইজ্রায়েলের ইতিহাসে এই প্রথম একজন মানুষ রাজা হতে চলেছে; আর তাই, তাদের কাছে বিষয়টি সম্পূর্ণ নতুন। শৌল যদিও তাদের উপর রাজা নির্বাচিত হয়েছে, কিন্তু রাজার থাকার জন্য কোনও রাজপ্রাসাদ নেই, রাজকর্ম পরিচালনা করার জন্য কোনও রাজসভাও নেই। অগত্যা শৌল গিবিয়াতে তার বাড়ী ফিরে গেছে (১০:২৬), সেখানে ফিরে গিয়ে কৃষিকাজ বা পশুপালনের (১১:৫) দ্বারা তার সাধারণ-স্বাভাবিক জীবন যাপন করছে। ইজ্রায়েলের রাজা নির্বাচিত হওয়া সত্ত্বেও শৌল একজন সাধারণ মানুষই থেকে গেছে। উৎসাহী একদল লোক যদিও তার নেতৃত্বে যুদ্ধ করতে স্বেচ্ছায় এগিয়ে এসেছে, ঠিক কথা; কিন্তু রাতারাতি শৌলের রাজা হওয়াকে অনেকে মন থেকে মেনে নিতে পারিনি, তারা শৌলের ক্ষমতাকে বিদ্রুপ করে বলেছে : *"এ আমাদের কীভাবে উদ্ধার করবে?"* (১০:২৭)।

কিন্তু আমাদের উপলব্ধি করতে হবে যে, ঈশ্বরই শৌলকে ইজ্রায়েলের উপর মানুষ-রাজা হিসাবে মনোনীত করেছেন (১০:২৪)। আর তাই, সেই পদে তার মনোনয়নকে সেদিন যারা তুচ্ছ জ্ঞান করেছিল, তারা তার দ্বারা ঈশ্বরকেই তাচ্ছিল্য করেছিল। তাই, ঈশ্বর সেই সমস্ত তাচ্ছিল্যকারীদের মুখ বন্ধ করতে, অম্মোনীয়দের রাজা নাহশকে ব্যবহার করলেন, যাকে পরাজিত করে রাজা হিসাবে শৌলের শৌর্য সকলের দ্বারা স্বীকৃত হল। ফলস্বরূপ, গিল্‌গলে সমস্ত ইজ্রায়েল মহানন্দে সদাপ্রভুর সামনে শৌলকে রাজা করল (১১:১৫)। এইভাবে, ঈশ্বর শৌলকে ইজ্রায়েলের উপর রাজা করতে তিনটি ধাপকে ব্যবহার করলেন: তৈলাভিষেক, নির্বাচন ও রাজাভিষেক। আজ আমরা ১শমূয়েল ১১ অধ্যায় থেকে তৃতীয় ধাপের বিষয় আলোচনা করতে চলেছি। এর আগে ৯:১৬ পদে সদাপ্রভু শমূয়েলকে জানিয়েছিলেন যে, তাঁর প্রজা ইজ্রায়েলকে পলেষ্টীদের হাত থেকে উদ্ধার করতে ঈশ্বর শৌলকে মনোনীত করেছেন। সেই প্রতিজ্ঞার পূর্ণতার পথে একটি ধাপ হিসাবে আমরা এখানে শৌলের নেতৃত্বে অম্মোনীয় নাহশের ভয়ঙ্কর অত্যাচারের হাত থেকে ইজ্রায়েলকে উদ্ধার পেতে দেখব। এই ঘটনায় শৌল ঈশ্বরের বিশ্বস্ত হাতিয়ার হিসাবে কাজ করেছে, এবং অম্মোনীয়দের হাত থেকে এই উদ্ধারকে শৌল নিজে সদাপ্রভুর নিস্তার কাজ বলে স্বীকারও করেছে (১১:১৩)।

নাহশের উপর শৌলের নেতৃত্বের বিজয় ঘটনার দ্বারা আমাদের কাছে তুলে ধরা হয়েছে, ইজ্রায়েলের রাজার বৈশিষ্ট্য কী? ইজ্রায়েলের উপর যে ব্যক্তি রাজা হতে চলেছে, সে ঈশ্বরের হাতিয়ার হয়ে ঈশ্বরের প্রজাদের নিস্তার করবে, সে অন্যান্য প্রজাদের ন্যায় ঈশ্বরের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করবে ও ঈশ্বরের ভাববাদীর কথা শুনে কাজ করবে।

১। সমস্যা *(Problem)* **: "কেউ যদি আমাদের নিস্তার না করে" (১-৪ পদ)**

এই সময় ইজ্রায়েল তার চারদিকে শত্রুবেষ্টিত ছিল: পূর্বে ছিল অম্মোনীয়রা, দক্ষিণ-পশ্চিমে ছিল পলেষ্টীয়রা, পশ্চিমে ছিল কনানীয় ও ফৈনিকীয়রা, উত্তরে ছিল অরামীয়রা, এবং দক্ষিন-পূর্বে ছিল মোয়াবীয় ও ইদোমীয়রা। সেই সময় ইজ্রায়েল যদিও পলেষ্টীয়দের অত্যাচার থেকে উদ্ধার পেতে বেশি আগ্রহী ছিল, কিন্তু এই সময় তারা অম্মোনীয়দের দ্বারা আক্রান্ত হল। ১ পদে বলা হয়েছে, *"পরে অম্মোনীয় নাহশ এসে যাবেশ-গিলিয়দের সামনে শিবির স্থাপন করল।"* এই অম্মোনীয়রা হল অব্রাহামের ভাইপো লোটের বংশধর, লোটের কনিষ্ঠা কন্যার পুত্র বিন্-অম্মির বংশধর (আদি ১৯:৩৮)। মোশির মাধ্যমে ঈশ্বর ইজ্রায়েলকে নির্দেশ দিয়েছিলেন যে, তারা যেন কনান অধিকারের সময় অম্মোনীয়দের সঙ্গে বিরোধ না করে, কারণ তিনি তাদের অম্মোন-সন্তানদের দেশের অংশ দেবেন না, যেহেতু তিনি তা লোটের সন্তানদের অধিকার করতে দিয়েছেন (২বিবরণ ২:১৯)। কনান অধিকার করার পর যর্দনের পূর্বপ্রান্তে ভূমি বন্টনের পর

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

গাদ ও মনশিঃ বংশের জন্য উত্তর দিকের যে অঞ্চল নির্দিষ্ট হয়েছিল, তার পূর্ব সীমান্তে ছিল এই অম্মোনীয়দের অধিকার। ইজ্রায়েলের উপর বিচারকদের সময় একবার মোয়াব রাজ ইগ্লোনের নেতৃত্বে অম্মোন সন্তানরা ইজ্রায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল (বিচার ৩:১৩)। তারপর, বিচারক যিপ্তহের সময় তারা গিলিয়দে ইজ্রায়েলের বিরুদ্ধে শিবির স্থাপন করেছিল, কিন্তু যিপ্তহ তাদেরকে মহাসংহারে পরাজিত করেছিল (বিচার ১১:৪-৩৩)। হতে পারে সেই পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে কিম্বা যে বাহানায় তারা যিপ্তহের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল, সেই একই বাহানায় গিলিয়দ অঞ্চলকে তাদের অধিকার সাব্যস্ত করতে অম্মোনরাজ নাহশ গিলিয়দের যাবেশ অবরোধ করেছিল।

বাধ্য হয়ে সেই অবরোধকে এড়াতে যাবেশে বসবাসকারী ইজ্রায়েলীয়রা নাহশের সঙ্গে সুবিধাজনক শর্তে সন্ধি করতে চাইল, ***"আপনি আমাদের সঙ্গে নিয়ম স্থির করুন, আমরা আপনার দাস হব"*** (১খ পদ)। কিন্তু নাহশ যে শর্তের কথা তাদের বলল, তা একাধারে নিষ্ঠুর ও গ্রহণ করার মতো নয় : ***"তোমাদের সকলের ডান চোখ উপরে ফেলতে হবে, আর তার দ্বারা আমি সমস্ত ইজ্রায়েলের গায়ে কলঙ্ক লাগাব"*** (২ পদ)। নাহশের এই কথা থেকে স্পষ্ট যে যিপ্তহের দ্বারা অম্মোনীয়দের পরাজয়কে তারা মনে রেখেছে, এখন তারা তার প্রতিশোধ নিতে চায়। তাদের ডান চোখ উপরে ফেলার দ্বারা সে একদিকে, (১) ইজ্রায়েলের সম্পূর্ণ পরজয়, তথা তাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুর সম্পূর্ণ পরাজয় সাব্যস্ত করার দ্বারা ইজ্রায়েলের গায়ে কলঙ্ক লাগাতে চেয়েছে (যেমন পলেষ্টীয়রা শিমশোনের দুই চোখ উপরে ফেলেছিল, বিচার ১৫:২১); অন্যদিকে, (২) ডান চোখ হারিয়ে তীর-ধনুক ব্যবহারে অকেজো করে ইজ্রায়েলের সামরিক শক্তিকে ধ্বংস করতে চেয়েছে। নাহশের এই শর্তের কথা শুনে যাবেশের প্রাচীনরা তার কাছে ৭-দিন সময় চেয়েছে; উদ্দেশ্য এই সময়ের মধ্যে ইজ্রায়েলের কেউ যদি তাদের নিস্তার করতে এগিয়ে না আসে, তাহলে তারা নাহশের শর্ত মেনে কাজ করবে। এর আগে আমরা ১০:১৯ পদে, শমূয়েল ইজ্রায়েলের দুর্দশা ও সঙ্কট থেকে **নিস্তারকর্তা** হিসাবে সদাপ্রভুর কথা বলেছিল; আবার, ১০:২৭ পদে পাষণ্ডরা শৌলকে বিদ্রুপ করে বলেছিল, সে তাদের **নিস্তারকর্তা** হতে পারবে না; আর এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, যাবেশের লোকেরা অম্মোনরাজ নাহশের অত্যাচার থেকে একজন **নিস্তারকর্তাকে** আশা করছে। পরবর্তী অংশে আমরা দেখতে চলেছি, ১০ অধ্যায়ের সঙ্গে সাদৃশ্য বজায় রেখে এই শৌলকে ব্যবহার করে সদাপ্রভুই তাদের দুর্দশা থেকে **নিস্তার** করতে চলেছেন। নাহশ হয়ত ইজ্রায়েলের মধ্যে রাজা হিসাবে শৌলের নির্বাচনের কথা জানত না; আর তাই সে ভেবেছিল যে, ৭-দিনের মধ্যে ইজ্রায়েলের মধ্যে কেউই যাবেশের লোকদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে না। তা-ই, সে সেই ৭-দিন মঞ্জুর করেছিল।

তখন যাবেশের লোকেরা সবার আগে তাদের সেই সমস্যার কথা গিবিয়ার বিন্যামীনীয়দের কাছে গিয়ে বলল। আমরা জানি, গিবিয়ার বিন্যামীনীয়দের দ্বারা একজন লেবীর উপপত্নীকে বলাৎকার করার কারণে সমস্ত ইজ্রায়েল যখন বিন্যামীনীয়দের আক্রমণ করে পঁচিশ হাজার বিন্যামীনীয়কে হত্যা করেছিল, তখন তাদের ৬০০ জন প্রান্তরে পালিয়ে রক্ষা পেয়েছিল; ইজ্রায়েল আরও দিব্য করেছিল যে, বিন্যামীনীয়দের সঙ্গে তারা তাদের কোনও কন্যাকে বিয়ে দেবে না। কিন্তু এর ফলস্বরুপ যখন ইজ্রায়েলের একটি বংশ নিশ্চিহ্ন হবার উপক্রম হয়েছিল, তখন তাদের রক্ষা করতে তারা একটা পথ বেছে নিয়েছিল, আর তা হল, যাবেশ-গিলিয়দের ৪০০ জন কুমারীর সঙ্গে গিবিয়ার বিন্যামীনীয়দের বিবাহের ব্যবস্থা (বিচার ২১ অধ্যায়)। অর্থাৎ, বিন্যামীনীয়দের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পারিবারিক সম্পর্ক থাকায়, যাবেশ-গিলিয়দের লোকেরা গিবিয়াতে সাহায্যের জন্য গিয়েছিল। তাদের আত্মীয় গিবিয়ার লোকেরা তাদের সেই দুর্দশার কথা শুনে উচৈস্বরে কেঁদেছিল (৪ পদ)।

২। হস্তক্ষেপ *(Intervention)* **: "কাল দুপুরে তোমরা নিস্তার পাবে" (৫-১১)**

তারা গিবিয়াতে সেই খবর যদিও দিয়েছিল, কিন্তু তাদের সদ্য নির্বাচিত রাজা শৌলকে সে কথা বলবার প্রয়োজন তারা অনুভব করেনি। কিন্তু ক্ষেত থেকে ফিরে শৌল যখন তাদের সেই কান্না শুনতে পেল, সে তার কারণ জানতে চাইল। তখন গিবিয়ার লোকেরা যাবেশের লোকদের দুর্দশার কথা তাকে শুনিয়েছিল। তা শোনার পর, শৌলের প্রতিক্রিয়ার কথা ৬ পদে বলা হয়েছে, ***"ঐ কথা শোনার পর ঈশ্বরের আত্মা শৌলের উপরে***

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

সবলে আসলেন, এবং তার ক্রোধ অতিশয় প্রজ্বলিত হল।'' এর আগে ১০:৯-১৩ পদে আমরা শৌলের উপর আত্মার আগমন দেখেছি, কিন্তু এখানে একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে শৌলের উপর আত্মার আগমনের কথা বলা হয়েছে : অত্যাচার থেকে নিস্তার করার জন্য।

ঈশ্বরই যাবেশের লোকদের নাহশের হাত থেকে নিস্তার করতে চলেছেন। কিন্তু সেই কাজের জন্য তিনি শৌলকে ব্যবহার করতে চলেছেন, তাই তিনি স্বয়ং তাঁর আত্মার দ্বারা নাহশের ঘৃণ্য চক্রান্তের বিরুদ্ধে শৌলের মধ্যে মহাক্রোধ উৎপন্ন করলেন। পুরাতন নিয়মের বিভিন্ন স্থানে ঈশ্বরের ক্রোধের বিষয় বলা হয়েছে (২বিবরণ ৪:২১; যিহোশূয় ২৩:১৬; ২শমূয়েল ৬:৭; ২বংশা ২৪:১৮; গীত ৭৮:৩১; ১০৬:৪০; যিরমিয় ৫২:৩), যীশুও তাঁর পার্থিব জীবনে ক্রোধ প্রকাশ করেছেন (মার্ক ৩:৫); কিন্তু ঈশ্বরের ক্রোধ তাঁর প্রেমের মত অসীম নয়, তা সীমিত (যিশাইয় ৫৭:১৬)। অন্যদিকে, বাইবেল স্পষ্ট ভাষায় মানুষের ক্রোধের অপব্যবহার সম্বন্ধে আমাদের সতর্ক করে থাকে (ইফিষীয় ৪:২৬, ৩১; কলসীয় ৩:৮; যাকোব ১:২০)। যাইহোক, এর আগে আমরা শৌলকে দেখেছিলাম, পাষণ্ডরা যখন তাকে রাজা হতে দেখে বিদ্রুপ করেছিল, শৌল তখন কিন্তু ক্রোধ করেনি। কিন্তু এখন, ইজ্রায়েল, তথা সদাপ্রভুর গায়ে কলঙ্ক লাগতে দেখে, শৌল প্রভুর আত্মার দ্বারা মহা ক্রোধ লাভ করেছে। এমন পরিস্থিতিতে সেই সমস্যার সমাধানে শৌল হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হল।

ক্রুদ্ধ শৌল সেদিন যে কাজটি করেছিল, তা হল, সঠিক উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে সমস্ত ইজরায়েলকে একত্র করা। আর সেই কাজ করতে শৌল সেই লেবীয়কে অনুকরণ করেছিল, যে তার উপপত্নীর শরীরকে টুকরো টুকরো করে ইজ্রায়েলের সমস্ত বংশের কাছে পাঠিয়ে, বিন্যামীন বংশের কুকর্মের সংবাদ দিয়েছিল (বিচার ১৯-২০ অধ্যায়)। ৭ পদে বলা হয়েছে, *''আর শৌল এক জোড়া বলদ নিয়ে খণ্ড খণ্ড করে ঐ দূতদের (যাবেশ থেকে যারা এসেছিল) দ্বারা ইজ্রায়েলের সমস্ত অঞ্চলে পাঠিয়ে দিয়ে বলল, যে কেউ শৌলের ও শমূয়েলের পিছনে বাইরে না আসবে, তার সমস্ত বলদের প্রতি এইরূপ করা যাবে।''* ধরা যেতে পারে, সেই সময়টা ছিল চাষবাসের। তাই চাষবাসের অজুহাত দেখিয়ে অনেকে যাবেশের সাহায্য থেকে দূরে থাকতে পারত; তাই তাদের সতর্ক করা হয়েছে যে, তারা যদি না আসে, তা হলে, তাদের বলদদের হত্যা করা হবে। আর তা-ই যদি করা হয়, তাহলে তারা কী দিয়ে চাষ করবে? পাশাপাশি শৌল কেবল নিজের কথা নয়, কিন্তু শমূয়েলেরও কথা এখানে উল্লেখ করেছে। এর দ্বারা ঈশ্বরের ভাববাদী হিসাবে শমূয়েলের প্রতি শৌল পূর্ণ সম্মান প্রদর্শন করেছে। শৌলের এই কথায় সমস্ত ইজ্রায়েল সদাপ্রভুর উপস্থিতি উপলব্ধি করেছে, আর তাই, *''সদাপ্রভুর প্রতি লোকদের ভয় উপস্থিত হওয়াতে, তারা এক মানুষের ন্যায় বের হল''* (৭খ)। নাহশ যর্দনের পূর্ব পারে যাবেশ-গিলিয়দে শিবির স্থাপন করেছিল, কিন্তু শৌল ইজ্রায়েলকে যর্দনের পশ্চিম পারে বেষকে ইজ্রায়েলীয়দের সমবেত করল। যাবেশ-গিলিয়দ থেকে দূরবর্তী হওয়ায় অম্মোনীয়রা এ বিষয় কিছুই জানতে পারল না; অন্যদিকে খুব বেশি দূরে না হওয়ায়, এখান থেকে অম্মোনীয়দের আক্রমণ করাও ছিল সহজ। সেদিন যারা সমবেত হয়েছিল, তাদের মোট সংখ্যা ৩,৩০,০০০। এর থেকে আমরা উপলব্ধি করি যে, ইজ্রায়েল যদি নিজেদের মধ্যে ঐক্য রক্ষা করে, নিঃস্বার্থভাবে সঠিক উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে একযোগে ঈশ্বরের উপর আস্থা রেখে কাজ করে, তাহলে, তাদের পরাজিত করা খুব কঠিন। সেদিনের ইজ্রায়েলের মতো আজ যদি মণ্ডলী একই আচরণ করে, তাহলে আমরা অনেক আধ্যাত্মিক যুদ্ধে জয় পেতে পারি।

ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা শৌল যে নিশ্চয়তা পেয়েছিল, তাতে তার নির্দেশে যাবেশের লোকদের জানানো হল যে, পরের দিন দুপুরে তাদের উদ্ধার করা হবে। যাবেশের লোকেরা শৌলের নেতৃত্বে তাদের সেই উদ্ধারের কথা না বলে, কেবল পরের দিন নাহশের সঙ্গে তাদের সাক্ষাতের কথা বলল : *''কাল আমরা আপনাদের কাছে বের হয়ে যাব, আপনাদের দৃষ্টিতে যা ভালো বোধ হয়, আমাদের প্রতি তা-ই করবেন''* (১০ পদ)। ধরা যেতে পারে, সেই কথা শুনে নাহশ অনন্দিত হয়েছিল, ভেবেছিল যাবেশের সাহায্যে কেউই এগিয়ে আসেনি, সে আশা করেছিল সত্যই তাদের প্রত্যেকের ডান চোখ সে তুলবে।

কিন্তু নাহশের সেই আশা পূর্ণ হয়নি, কারণ প্রভাতীয় প্রহরে, অর্থাৎ ভোর ৩-৬টার মধ্যে শৌল তার সৈন্যদলকে ৩ দলে বিভক্ত করে নাহশের সৈন্যদের বিরুদ্ধে আক্রমণ করেছিল। হঠাৎ, এই ঝটিকা আক্রমণে

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

নাহশের সৈন্যরা প্রতিরোধ গড়বার সময়ও পেল না, তাদের প্রচুর সৈন্য মারা পড়ল, আর অন্যরা ছিন্নভিন্ন হয়ে পালিয়ে বাঁচল (১১ পদ)। ধরা যেতে পারে, তার অনুগামীদের (১০:২৬) সঙ্গে আলোচনার দ্বারা শৌল এমন যুদ্ধ কৌশল বের করেছিল। ফলস্বরুপ, যাবেশের লোকেরা সেই ভয়ঙ্কর বিপদের হাত থেকে রক্ষা পেল। ঈশ্বরই শৌলকে তাঁর হাতিয়ার করে সেদিন ইজ্রায়েলকে নিস্তার করলেন।

৩। সিদ্ধান্ত *(Resolution)* **: "আজ সদাপ্রভু ইজ্রায়েলের মধ্যে নিস্তার সাধন করেছেন" (১২-১৫ পদ)**

এই জয়লাভে রাজা হিসাবে শৌল তার ভূমিকা এত সুন্দরভাবে পালন করেছে যে, তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ সেই সমস্ত লোকেরা যুদ্ধ থেকে ফিরে শমূয়েলকে বলল, ***"কে বলেছে, শৌল কি আমাদের উপরে রাজা হবে? সেই লোকদের আনো, আমরা তাদের বধ করি"*** (১২ পদ)। এই কথা থেকে পরিষ্কার যে, তারা ১০:২৭ পদে উল্লেখিত সেই সমস্ত পাষণ্ডদের বধ করতে চেয়েছে, যারা শৌলের নির্বাচনকে বিদ্রুপ করেছিল। কিন্তু শৌল খুবই বিচক্ষণতার সঙ্গে উত্তর দিয়েছে, ***"আজ কারুর প্রাণদণ্ড হবে না, কারণ আজ সদাপ্রভু ইজ্রায়েলের মধ্যে নিস্তার সাধন করেছেন"*** (১৩ক পদ)। এই বিজয়ের জন্য শৌল কোনওভাবে নিজের কৃতিত্ব দাবি করেনি। এই কথা কেবল মুখে বলা নয়; কিন্তু সেই কথা অনুসারে, সে কাজ করেছে, যখন তার বিদ্রুপকারীদের শাস্তি দেবার পথকে সে অস্বীকার করেছে। এ কথার দ্বারা রাজা হিসাবে শৌলের মহত্ব প্রকাশ পেয়েছে। একটু আগে, আমরা যে শৌলকে দেখেছিলাম, নাহশের চক্রান্তের কথা শুনে খুব রেগে গিয়েছিল; সেই শৌলই কিন্তু তার ক্রোধকে সম্বরণ করেছে, সেই সমস্ত পাষণ্ডদেরকে নাহশের সঙ্গে এক করে ফেলেনি। অন্যদিকে, জনসমর্থন ও ক্ষমতা শৌলকে বদলা নিতে প্ররোচিত করতে পারেনি। শৌল ঠাণ্ডা মাথায় পরিস্থিতি বুঝে কথা বলেছে, কাজ করেছে। শৌল সেদিন ঈশ্বরের অনুগ্রহকে স্বীকার করেছিল, আর তাই সেই অনুগ্রহের প্রকাশও রেখেছিল। আমরা যারা প্রভুর অনুগ্রহ ও ক্ষমা পেয়েছি, আমাদের প্রয়োজন অন্যদের প্রতি তা প্রদর্শন করা (প্রভুর প্রার্থনা)।

ঈশ্বরের অনুগ্রহে ইজ্রায়েলের সেই বিজয়কে স্মরণীয় করে রাখতে, শমূয়েল তাদেরকে গিল্গলে মিলিত হতে বলল। শমূয়েল উপলব্ধি করেছিল যে, সদাপ্রভুর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের এটাই ছিল উপযুক্ত সময়। আর তাই, শমূয়েল লোকদের বলল, ***"চল, আমরা গিল্গলে গিয়ে সেখানে রাজত্ব পুনরায় দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করি"*** (১৪ পদ)। এখানে যে রাজত্বের কথা শমূয়েল বলেছে, তা শৌলের বিষয় নয়, কিন্তু সদাপ্রভুর রাজত্বের বিষয়। তাই শমূয়েল এখানে সেই প্রভুর সঙ্গে তাঁর প্রজাদের চুক্তির সম্পর্ককে পুনরায় দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করার কথা বলেছে। ১৫ পদে বলা হয়েছে, ***"তাতে সমস্ত লোক গিল্গলে গিয়ে সদাপ্রভুর সামনে শৌলকে রাজা করল এবং সদাপ্রভুর সামনে মঙ্গলার্থক বলি উৎসর্গ করল।"*** এই কথা থেকে আমরা উপলব্ধি করি যে, ইজ্রায়েলের ইতিহাসে নতুন অধ্যায় শুরু হল, সমস্ত ইজ্রায়েলের উপস্থিতিতে ইজ্রায়েলের উপর মানুষ-রাজা হিসাবে শৌলের রাজাভিষেক হল, কিন্তু তা কোনওভাবে তাদের উপর মহান-রাজা হিসাবে সদাপ্রভুর রাজত্বকে বিন্দুমাত্র খর্ব করবে না। কারণ ইজ্রায়েলের রাজা তাদের প্রতিবেশি দেশের রাজাদের মতো নয়, যারা ক্ষমতা ও অধিকারে সর্বোচ্চ ব্যক্তি। না, ইজ্রায়েলের রাজা অন্যান্য প্রজাদের ন্যায় ঈশ্বরের বিধান ও ভাববাদীদের কথার অধীন। তাঁর প্রজাদের উপর কতৃত্ব করতে ঈশ্বর রাজাকে তাঁর হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করবেন; ফলস্বরুপ রাজাও প্রজাদের সঙ্গে তার উপর ঈশ্বরের সার্বভৌমত্বকে স্বীকার করবে। নাহশের উপর বিজয় সেই সত্যকেই আমাদের কাছে তুলে ধরেছে।

ঈশ্বর তাঁর হাতিয়ার হিসাবে শৌলকে ব্যবহার করতে, তার দ্বারা রাজার ভূমিকা পূর্ণ করতে তাকে ক্ষমতা দিলেন, তাকে পরিপক্ক করলেন। শৌল যখন নম্রতায় ঈশ্বরের সেই পরিচালনাকে স্বীকার করে, তাঁর আত্মার পরিচালনায়, তাঁতে আস্থা রেখে কাজ করেছে, ঈশ্বর তার দ্বারা গৌরবান্বিত হয়েছেন, শৌলও ঈশ্বরের গৌরব স্বীকার করেছে। আসুন, ঈশ্বরের আত্মার ক্ষমতায় পূর্ণ হয়ে তাঁর দেওয়া পরিচর্যা সাধন করি, এবং নিজেদের পাপস্বীকার করে সর্বদা তাঁর অনুগ্রহ কামনা করি।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com